দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 3 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও শিক্ষার্থী অপহরণের অভিযোগ

ঢাবিতে ৪ ছাত্রলীগ কর্মীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি এবং ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীকে অপহরণের অভিযোগে চার ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল (শুক্রবার) হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. আ ব ম ফারুক এ তথ্য জানান।

বহিষ্কৃতরা হলেন- গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র মো. নূরুল-হুদা ওরফে ডলার মাহমুদ (১০৩ নং কক্ষ) এবং বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মো. হাবিবুর রহমান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এলাহী মঞ্জুর, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের গাজী হাসিব। এরা চারজনই ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী বলে হলের ছাত্ররা জানিয়েছেন।

হল প্রভোস্ট আ ব ম ফারুক জানান, গত ১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে হলে অবস্থানরত চার ছাত্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিতও হয়েছে। পুলিশ ঐ ঘটনায় তদন্ত করছে। অপরাধে জড়িত থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করায় একাডেমিক শাস্তির অংশ হিসেবে ঐ চার ছাত্রকে হল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ২৬ অক্টোবর থেকে তাদের বহিষ্কারের আদেশ কার্যকর হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলের ২০৮ নম্বর কক্ষ থেকে হারুনুর রশিদ হীরা নামে এক ভর্তিচ্ছুকে উদ্ধার করে গোয়েন্দা পুলিশ। ঐ কক্ষে থাকতেন হাবিব, মঞ্জুর এবং হাসিব। ঢাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কৃত হাবিব এবং ডলার মাহমুদ গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। এছাড়া, গত ২১ অক্টোবর প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত চক্রের সদস্য অভিযোগে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ১০ ছাত্রকে গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস, জালিয়াতি এবং অপহরণের অভিযোগ ওঠেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া ঘটনার সাথে জড়িত বর্তমান ছাত্রদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে।